সংবাদ
তারিখ 27 MAY 2005
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম - ১

স্কুল পর্যায়ে সরকারি অর্থে দলীয় রাজনীতির ডোজ

মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যসূচি-বহির্ভূত (এক্সট্রা-কারিকুলার) ৫ শতাধিক বই-পুস্তকের যে তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রণয়ন করেছে, তা নিয়ে একদেশদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণ দলীয়করণের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এসব বই নির্দিষ্ট কতিপয় 'মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন' প্রকল্পের অধীনে কেনা এবং ২ হাজার ৩১৭টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। গত বছর জানুয়ারি মাসে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৯টি ক্যাটাগরিতে বইয়ের তালিকা প্রকাশকদের কাছ থেকে আহ্বান করেছিল। সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে গঠিত ৮ সদস্যের এক কমিটি প্রাথমিকভাবে ৮৩৬টি বই নির্বাচন করে। পরে ১৯৩টি বই তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। ৬৪৩টি বইয়ের চূড়ান্ত তালিকায় ১১১টি পাঠ্যপুস্তক এবং বাকিগুলো 'কো-কারিকুলার' বা পাঠ্যসূচি সহায়ক বই।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের 'কো-কারিকুলার' বইয়ের তালিকায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান এবং বর্তমান চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ওপর ৪২টি বই আছে। প্রকাশক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র বলেছে, পাঁচ শতাধিক বইয়ের তালিকা প্রণয়নে বইয়ের প্রকাশকের কাছে জোট সরকারের প্রতি আনুগত্য এবং জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া ও ইসলাম ধর্মের বিষয়বস্তু প্রাধান্য পেয়েছে। তালিকার বইগুলোর মানের বিবেচনার বদলে প্রাধান্য পেয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনা। এসব বইয়ের অধিকাংশেরই প্রকাশকের কোন অস্তিত্ব নেই। অনেক বই নাকি নির্বাচিত হয়েছে দুর্নীতি ও অসাধু উপায় অবলম্বন করে, মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা এবং তথাকথিত প্রকাশকের যোগসাজশে। অনেকে বইয়ের দাম পাওয়ার জন্য নাকি ঘুষও দিয়েছেন। সরকারি অর্থের এহেন অপচয় নিয়ে সব মহল থেকেই অভিযোগ উঠেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রণীত 'পাঠ্যসূচি সহায়ক' বইয়ের তালিকার বইয়ে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার প্রশস্তির বহর এবং সে বইগুলোর লেখকের নাম দেখলেই বোঝা যায় বইগুলো কত নিম্নমানের এবং কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা ৪২টি বইয়ের মাধ্যমে কী ধরনের রাজনৈতিক ডোজ পাবে।

সরকারের তরফ থেকে যে ৯টি ক্যাটাগরির বইয়ের তালিকা আহ্বান করা হয়েছিল, তার এক নম্বরে পাঠ্যপুস্তক। তারপরের ৮টি ক্যাটাগরির মধ্যে আছে : মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত, জাতীয় ঐতিহ্য, কম্পিউটার, কৃষি, হিউম্যানিটিজ, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও উদ্যানবিদ্যা। অনেক বই নাকি নির্বাচন করা হয়েছে যেগুলো কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে না। নির্বাচকরাও হয়তো বইয়ের নাম ও লেখক দেখেই বই নির্বাচন করেছেন। প্রকাশকদের একমাত্র যোগ্যতা বিচার করা হয়েছিল তাদের ট্রেড লাইসেন্সের ভিত্তিতে। কিছু টাকা-পয়সা খরচ করলেই এসব লাইসেন্স বাজারে পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে 'পাঠ্যসূচি সহায়ক' বই-পুস্তক নির্বাচনটা ছিল সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক দলীয়করণের একটা নিকৃষ্ট নিদর্শন। আমাদের কর্তাভজা সরকারি কর্মকর্তারা জোট সরকারের রাজনৈতিক কর্মসূচি অনুসরণ করে তালিকা প্রণয়ন করেছে। তাই বলে প্রয়াত জিয়াউর রহমান ও তার সুযোগ্য পত্নীর ওপর ৪২টি নিম্নমানের বই সরকারি টাকায় কিনে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের 'উপহার' দেয়ার মতো কাজটিও করতে হবে? এসব বই আবার মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় ঐতিহ্য ও হিউম্যানিটিজ ক্যাটাগরিতে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রিস দেশে পাঠ্যসূচিকে দু'ভাগে ভাগ করা হতো : ডিভাইনিটিজ বা ধর্ম সংক্রান্ত এবং হিউম্যানিটিজ বা মানবিক বিষয় সংক্রান্ত। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রশস্তি এবার হিউম্যানিটিজে স্থান পেয়েছে। ভবিষ্যতে যদি ডিভাইনিটিজ ক্যাটাগরিতে চলে যায় তাহলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে কি?